International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

সমকালের পটভূমি ও রমাপদ চৌধুরীর গল্প

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস. আর. এফ. কলেজ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

Samokaler Potobhumi O Ramapada Chowdhurir Golpo

Milan Mandal

Assistant Professor, Bengali Dep. S.R.F. College, Beldanga, Murshidabad

রমাপদ চৌধুরীর অনেক গল্পে সমকালের প্রভাব রয়েছে। মূলত রাজনৈতিক ঘটনাধারার প্রভাব তাঁর গল্পে রয়েছে। এই শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'ভারতবর্ষ', 'রক্তবীজ', 'বাবুই', 'বয়স', 'অঙ্গপালি', 'করুণ কন্যা' ইত্যাদি। এই আলোচনায় রমাপদ চৌধুরী সমকালীন ঘটনাধারাকে কীভাবে গল্পের বিষয় করে তুলেছেন তা দেখানো হল।

'ভারতবর্ষ' গল্পটিতে রমাপদ চৌধুরী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের ভিখারি হয়ে যাওয়ার গঠন লিপিবদ্ধ করেছেন। 'আন্ডাহল্ট' স্টেশন ছিল না, ট্রেন থামত না তবুও লোকের মুখে মুখে 'আন্ডা-হল্ট' নাম হয়ে গিয়েছিল স্টেশনটির। কখনও কখনও মিলিটারি স্পেশাল এসে দাঁড়াত। মাহাতোরা সেই দৃশ্য দূরে থেকে কাঁটাতারের ওপার থেকে শুধু দেখত তাদের কাছে যাওয়ার সাহস ছিল না। সৈন্যরা এই কালো কালো নেংটি পরা লোকগুলোকে, খাটো শাড়ি পরা মেয়েগুলোকে দূর থেকে দেখত। এই স্টেশন দিয়ে যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে যাওয়া হত। আর কিছুক্ষণের জন্য তারা নেমে খাবার সংগ্রহ করত। আর মাহাতো গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ট্রেন দেখার জন্য দৌড়ে চলে আসত রেল স্টেশনের কাছে। এই দেহাতি মানুষগুলো সমস্ত খেতি কাজ ফেলে হাত বাড়িয়ে সবাই 'সাব বকশিস, সাব বকশিস' বলে চিৎকার করত। সৈন্যদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সার লোভই তাদের ভিখিরি করে দিল। লেখকের ভাষায় —

"ট্রেন আর থামবে না। ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতো গাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল, ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব ভিখিরি হয়ে গেল।"[১]

— এই বাক্য দিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই ইতিহাস শুধু মাহাতো-দের ইতিহাস নয়, এ যেন ভারতবর্ষের ইতিহাস। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কৃষিজীবী স্বাধীনচেতা ভারতবাসীরা কেমনভাবে ভিখিরি হয়ে গেল — তারই মর্মান্তিক লজ্জাজনক ঘটনা লেখক নিপুণভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ মানুষকে কীভাবে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয় এ গল্প তারই প্রমাণ।

'বাবুই' গল্পটি রমাপদ চৌধুরী তাঁর রাজনৈতিক জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই রচনা করেন। ভারত ভ্রমণের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মেছিল রমাপদ চৌধুরীর মনে, তা থেকেই এই গল্পটির রচনা করেন। গল্পের প্রথম পর্যায়ে নায়ক অক্ষয় ও তার পরিবার যখন কলকাতায় থাকত তখন সেখানকার পরিবেশ নীলিমার ভালো লাগেনি। কলকাতার এঁদো গলির কথা নীলিমা আজও ভুলতে পারে না। অথচ আজ তারা জীবনধারণের জন্য পোর্ট গোয়ায় চলে এসেছে সপরিবারে। আরব সাগরের তীরে বন্দর শহর পোর্ট গোয়া। পোর্তুগিজদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে গোয়ায়। বন্দরের কর্মচারীদের থাকার জন্য সাজানো কোয়ার্টার যেমন রয়েছে তেমনই কোয়ার্টারের সামনে রয়েছে কিচেন গার্ডেন। অক্ষয় কাজ করে বন্দর অফিসে। কোলাসও অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করে একই অফিসে। ডা এলভাস হলেন বন্দরপতি। কালে কর্মচারীদের লিডার। আর মূলচাঁদ, কাজিসাহেব ও

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

রতনলাল হলেন এ-গল্পের তথা বন্দরের বাণিজ্যপতি। গল্পটিতে গোয়াবন্দরকে পোর্তুগিজদের হাত থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত – একদিকে অক্ষয় ও তার পরিবার, যেখানে ভালোবাসা আছে, আনন্দ আছে, আছে সহমর্মিতা, সহযোগিতা। অক্ষয় আজ বুঝতে পারে কলকাতার আশি টাকা মাইনের সঙ্গে গোয়ার তিনশো টাকা মাইনের কত তফাত। তাই তো অতীতকে ছেঁটে ফেলতে চায়, বর্তমানকে সত্য করতে চায় আর ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করতে চায়। গল্পকার তাই তো বলেছেন –

"সাফল্যের ফসল তাই নতুন মানুষ করে গড়ে তুলেছে ওকে। তবু কখনো সখনো হয়তো বাসুন্দি গ্রামের নির্জন নদীর তটে আপন পদধ্বনি শুনতে পায়, শৃঙ্গার নটীর দূর নূপুর নিক্কণের মতো বেজে ওঠে কর্ণবতীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের চূর্ণ শব্দ। গ্রন্থি বেঁধে বেঁধে পিছনের ইতিহাস খুঁজে বের করার সময় পায় না।"[২]

অপরদিকে রয়েছে কোলাস, কালেদের গোয়াকে পোর্তুগিজদের হাত থেকে মুক্ত করার লড়াই। পোর্তুগিজ ইন্ডিয়ার প্রাণ ওই বন্দর। তাদের এই লড়াইয়ে অক্ষয়ও সামিল হয়। গোয়ার পোর্ট এরা খোঁড়া করে দিতে চায়, পোর্তুগিজ ইন্ডিয়ার টেংরি ভেঙে দিতে চায়। তাই গল্পটিতে দুটি ঘটনাধারা যুক্ত হয়েছে অক্ষয়ের উপর ভিত্তি করে। অক্ষয়ের পারিবারিক জীবনে আনন্দ আছে, রসিকতা রয়েছে তেমনি কর্মজীবনে রয়েছে চিন্তা আর পরাধীনতার গ্লানি। তাই অক্ষয় বলেছে –

"শুধু পোর্ট অফিসে স্ট্রাইক চালিয়ে কী লাভ হবে?"[৩]

গোয়ানিজ আর পোর্তুগিজদের মাঝে তৃতীয় পক্ষের দায়িত্বভার অক্ষয়ের উপর বর্তেছে। কোলাস, কালেরা বলছে ইন্ডিয়ার পতাকা তুলতে চায়, নামিয়ে ফেলতে চায় পোর্তুগিজদের পতাকা। তাই কোলাস, অক্ষয়রা ধর্মঘটের পথে পা বাড়াল, কারণ তারা গোয়ার পরাধীনতা মুক্ত করতে চেয়েছে কিন্তু ডা এলভাস, আগাস্তিনো সহ বাণিজ্যপতির দলের যোগসাজশে ধর্মঘট সফল হল না। সফল হল না কালের মতো বেইমানের জন্য। একদিকে অক্ষয় ও কোলাস অপরদিকে মুলুকচাঁদ, কাজিসাহেব, রতনলালের মতো ব্যবসাপতিরা। শ্রমিকদের পয়সা দিয়ে ধর্মঘটে সামিল হতে দেয়নি তাই অক্ষয়ের স্বপ্ন সফল হয়নি। গোয়া পোর্তুগিজদের হাতেই রয়ে গেল।

'জলরং' গল্পটি রমাপদ চৌধুরীর কোলিয়াড়ি অঞ্চল ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে রচিত। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত মানুষগুলিকে দেখেছেন তাদেরকেই অনেক গল্পের চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছেন। কোলিয়াড়ি জীবনে চাকরির সূত্রেই লেখকের এই আদিবাসী জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। 'জলরং' গল্পটিতে আদিবাসী রমণী রূপমণির জীবনের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। আদিবাসীদের কয়লার খাদানে কাজ করা তাদের নিত্যদিনের ব্যাপার। গল্পের কথকের সঙ্গে রূপমণির পরিচয় গড়ে ওঠে খাদানের কয়লা তোলার সূত্রেই। রূপমণি খাদানে কাজ করার সময় কথকের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু খাদানে কয়লা তোলাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে। শ্রমিকদের অসন্তোষ তৈরি হয় রূপমণিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করায়। তারা কাজ করতে রাজি আছে যদি রূপমণিকে পুনরায় কাজে নিয়োগ করা হয়। রূপমণির সঙ্গে সর্দারের বিরোধই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গোপী সিং রূপমণিকে নতুন শাড়ি দিয়েছে। কিন্তু কথক রূপমণির এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। আসলে রূপমণি কথককে বাঁচানোর জন্যই এই পথ বেছে নিয়েছে।

এই সমস্ত গল্পে সমকালীন ঘটনাধারাকে রমাপদ চৌধুরী নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের সমাজ মানসিকতার পাশাপাশি মননশীলতারও পরিচয় মেলে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'ভারতবর্ষ', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.৫৭০।

২. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, 'বাবুই', দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০৯, পৃ.৫৫-৫৬।

৩. ঐ, পৃ.৬১।

আকর গ্রন্থ

১. চৌধুরী রমাপদ, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ: মার্চ ১৯৬৪, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১০।

২. চৌধুরী রমাপদ, কখনো আসেনি, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮।

৩. চৌধুরী রমাপদ, দরবারী, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬১।

৪. চৌধুরী রমাপদ, পিয়াপসন্দ, বেঙ্গল পাবলিসার্স, প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৩৬১।

সহায়ক গ্রন্থ

১০. গিরি ড. পুষ্পেন্দুশেখর, কথাসাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প এবং তত্ত্ব, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৪১৭, করুণা প্রকাশনী, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

১১. গিরি রত্নদ্যুতি ছোটগল্পের অন্তর্জগৎ, ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, ৩৯, এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ২০০৯।

১২. গুপ্ত ক্ষেত্র, তারাশঙ্কর অনুসন্ধান '৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৮।

১৩. ঘোষ বিনয়, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম মুদ্রণ, ২০০৯।

১৪. ঘোষ সুজিত, মানিক সাহিত্যে অবচেতন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,২০০৩।

১৫. ঘোষাল জয়ন্তকুমার, বাংলা উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা, ১৯৯২।

১৬. চক্রবর্তী কৃষ্ণরূপ, বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ, বর্ণালী, কলকাতা, ১৯৮৯।

১৭. চক্রবর্তী কৃষ্ণরূপ, বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ, পুষ্প, কলকাতা, ১৯৯৯।

১৮. চক্রবর্তী ড. ইন্দ্রানী, বাংলা ছোটগল্প রীতি-প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০১/আগস্ট ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০৫/জানুয়ারি ১৯৯৯, রত্নাবলী, ১১-এ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

১৯. চক্রবর্তী বিপ্লব, তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০০৫।

২০. চক্রবর্তী সুদীপকুমার, ছোটগল্পের সুবোধ ঘোষ, প্রকাশ ভবন-১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩।

২১. চক্রবর্তী সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি,কলকাতা, ২০০৪।

২২. চক্রবর্তী সুমিতা, বাংলা ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৪।

২৩. চট্টোপাধ্যায় অশোককৃষ্ণ, সুনীলের উপন্যাস : আখ্যানে ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, রূপসী বাংলা, ২০ এ, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৬।

২৪. চট্টোপাধ্যায় ড. পার্থ, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮।

২৫. চট্টোপাধ্যায় ড. হীরেন, বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০ ০০৯।

সহায়ক পত্র পত্রিকা

১. আচার্য অনিল (সম্পাদক) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, বর্ষ-৪৩, সংখ্যা প্রাক্ শারদীয় ১৪১৬।
২. ঘোষ তারাপদ (প্রধান সম্পাদক), শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, (৯, ২৬, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২ ও ৯ মার্চ ২০০১, তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
৩. চৌধুরী শম্পা, সময় যখন নায়ক : রমাপদ চৌধুরীর কথাসাহিত্য, জিজ্ঞাসা, চতুর্বিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা।
৪. চৌধুরী শম্পা, রমাপদ চৌধুরীর গল্প, কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তবু একলব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন ২০১৩।
৫. চৌধুরী রমাপদ, আমরা সবাই, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮০।